12 MAR 2015

প্রথম আলো

দেশে কিডনি রোগের চিকিৎসা অপ্রতুল

■ কিডনি রোগীর সংখ্যা প্রায় দুই কোটি

■ চিকিৎসা ঢাকাকেন্দ্রিক ও ব্যয়বহুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশে কিডনি রোগ চিকিৎসার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান জাতীয় কিডনি ও ইউরোলজি ইনস্টিটিউটের ৪২টি ডায়ালাইসিস যন্ত্রের মধ্যে ২৬টিই অচল। যন্ত্রগুলো দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করে ১২ ঘণ্টা অবসরে থাকার কথা। কিন্তু রোগীর চাপের কারণে ২৪ ঘণ্টা চলায় এগুলো অচল হয়ে গেছে। তিন পালায় চলা যন্ত্রগুলোকে প্রায়ই পানি ঢেলে ঠান্ডা করতে হয়।

জাতীয় কিডনি ও ইউরোলজি ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ এবং রোগীদের সঙ্গে কথা বলে গতকাল বুধবার এসব তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশ রেনাল অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ কিডনি রোগে ভুগছে। কিন্তু এই রোগের চিকিৎসার সুবিধা অপ্রতুল। চিকিৎসাসেবা মূলত ঢাকাকেন্দ্রিক ও ব্যয়বহুল। এমন অবস্থায় আজ ১২ মার্চ দেশে পালিত হচ্ছে বিশ্ব কিডনি দিবস। এ বছরের স্লোগান হচ্ছে 'সবার জন্য সুস্থ কিডনি'। আয়োজকেরা এক গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করে অন্যকে আরেক গ্লাস পানি এগিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

অ্যাসোসিয়েশন বলছে, বছরে প্রায় ২০ হাজার রোগীর ডায়ালাইসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপন দরকার হলেও হাজার তিনেকের বেশি রোগীকে এই সেবা দেওয়া যায় না। যত রোগীর কিডনি প্রতিস্থাপন দরকার তার শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ প্রতিস্থাপন হচ্ছে।

জাতীয় কিডনি ও ইউরোলজি ইনস্টিটিউটের পরিচালক কাজী রফিকুল আবেদীন জানান, বেশির ভাগ সময় রোগী রোগ জটিল হলে বা কিডনি চিকিৎসকের কাছে আসছেন। তখন হয় রোগীদের মৃত্যু পর্যন্ত ডায়ালাইসিস করে বাঁচতে হয় নইলে কিডনি প্রতিস্থাপন করতে হয়। দুটিই খুব শক্ত সমাধান। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ব্যথানাশকের মতো ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং খাবারে ভেজালের জন্য কিডনি রোগ হচ্ছে। জানা গেছে, জুলাই-আগস্ট নাগাদ প্রথমবারের মতো সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে একটি ডায়ালাইসিস সেন্টার চালু হতে যাচ্ছে। এর ৭০টি বিছানা হবে কিডনি ও ইউরোলজি ইনস্টিটিউটে এবং ৩০টি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

চিকিৎসকেরা বলছেন, ডায়ালাইসিসের মূলত তিনটি পদ্ধতি আছে। একটি পেটে ছিদ্র করে, দ্বিতীয়টি হলো একদিকে ছিদ্র করে ফ্লুইড দিয়ে বর্জ্য পরিশোধন করে অন্যদিক দিয়ে বের করা এবং তৃতীয়টি হলো শরীর থেকে রক্ত বের করে পরিশোধন করে আবারও তা শরীরে প্রবেশ করিয়ে। তাঁরা জানান, উন্নত দেশগুলোয় একদিকে ছিদ্র করে ফ্লুইড দিয়ে পরিশোধন করে অন্যদিক দিয়ে বের করে দেওয়ার পদ্ধতিটি বেশ জনপ্রিয়। এ ব্যবস্থায় পরিশোধন চলার সময়ও মানুষ প্রাত্যহিক কাজ করতে পারেন। কিন্তু ভারত থেকে ফ্লুইড আমদানি করতে হয় বলে ব্যয়বহুল এ ব্যবস্থা নিতে পারেন খুব কম রোগী।

অপ্রতুল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা: গতকাল জাতীয় কিডনি ও ইউরোলজি ইনস্টিটিউটে সাইফুল ইসলাম নামে ৩২ বছর বয়সী এক রোগীর সঙ্গে কথা হয়। সপ্তাহে তিনবার তাঁকে ডায়ালাইসিস করাতে হয়। *প্রথম আলো*কে তিনি জানান, ২০১৪ সালে তাঁর কিডনি রোগ ধরা পড়ে। সেই থেকে তিনি কিডনি ইনস্টিটিউটে ডায়ালাইসিস করানোর চেষ্টা করছিলেন। রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় এক বছর পর তিনি সুযোগ পেয়েছেন।

জানা গেছে, বেসরকারি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস করালে সপ্তাহে একজন রোগীর খরচ প্রায় ১২ হাজার টাকা। কিডনি ইনস্টিটিউটে খরচ সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা। খরচ কম বলে এখানে প্রচুর রোগী অপেক্ষমাণ থাকেন। কিন্তু সবাইকে সেবা দেওয়া সম্ভব হয় না। ঢাকার বাইরে চিকিৎসাসেবা খুবই অপ্রতুল।

রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দিনে ৪২ রোগীকে সেবা দেওয়া যায়। প্রতিদিন অপেক্ষমাণ থাকেন কমপক্ষে ৫০ জন। সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৮-১০ জন রোগী সেবা পান, চাহিদা ১৫০ জনের। রাজশাহী মেডিকেলে ১৮ জনকে দিনে সেবা দেওয়া যায়, অপেক্ষমাণ থাকে তিন গুণ।

কিডনি ইনস্টিটিউটে ডায়ালাইসিস করাতে এসেছেন শাহনাজ। বাড়ি কুমিল্লার দেবীদ্বারে। তিনি জানান, সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালাইসিস করাতে হয় বলে শেওড়াপাড়ায় বাসা ভাড়া নিতে হয়েছে। ধার-দেনা করে চিকিৎসা করছেন। আত্মীয়স্বজন অনেকেই আর ধার দিতে চাইছেন না।